প্রথম ভাষা (বাংলা) শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন

(শিশুর জন্ম থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালের বিচারে)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক- অরুন্ধতী দাস

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1100617

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ- ২৭/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

অধ্যায় পরিকল্পনা

প্রাক্‌কথন

ভূমিকা

চিত্রসূচি

প্রথম অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

১.১. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের ব্যবহারবাদী তত্ত্ব

১.১.১. ভূমিকা

১.১.২. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র

১.১.৩. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

১.১.৪. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা

১.১.৫. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

১.১.৬. ব্যবহারবাদী তত্ত্বের পর্যালোচনা

১.২. ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক তত্ত্ব

১.২.১. জ্ঞানমূলক তত্ত্বের বিবর্তন, পরিগ্রহণ ও সীমাবদ্ধতা

১.৩. ভাষা শিক্ষা ও ভাষা অর্জনের সহজাতবাদ তত্ত্ব

১.৩.১. সহজাতবাদ তত্ত্বের পরিসর

১.৩.২. সহজাতবাদ তত্ত্বের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

১.৩.৩. সহজাতবাদ তত্ত্বের প্রেক্ষাপট

১.৩.৪. সহজাতবাদ তত্ত্বের মূল সূত্র

১.৪. তত্ত্বগুলির পারস্পরিক তুলনা ও তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

২.১. স্নায়ুতন্ত্র

২.১.১ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

২.১.২. মস্তিষ্ক

২.১.২.১. সেরিব্রাম

২.১.২.২. ব্রেনস্টেম

২.১.২.৩. ডায়ানসেফালন

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

৩.১. শিশুর বচন, তা সম্পর্কিত বোধ ও চিন্তন প্রক্রিয়া

৩.১.১. ভাষা বোঝা, ভাষা উচ্চারণ ও ভাষাজ্ঞান: পারস্পরিক নির্ভরতা

৩.১.২. অর্থ ও অনুষঙ্গের সম্পর্ক

৩.১.৩. মস্তিষ্ক, চিন্তা এবং ভাষার বিকাশ

৩.১.৪. সহজাত বোধ, বুদ্ধি এবং স্কিমা

৩.২. শিশুর বচন ও তার বিকাশ

৩.২.১. কথা বলা: কলধ্বনি থেকে বচন

৩.২.২. প্রাথমিক তিনটি অর্থপূর্ণ বচন স্তর: নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক, টেলিগ্রাফিক এবং রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল

৩.২.২.১. নামশব্দ ও হলোফ্রাস্টিক স্তর: একশাব্দিক উচ্চারণ

৩.২.২.২. টেলিগ্রাফিক স্তর: দ্বিশাব্দিক ও ত্রিশাব্দিক উচ্চারণ

৩.২.২.৩. রূপ-সংবর্তন বা মরফিক-ট্রান্সফর্মেশনাল স্তর

৩.২.২.৩.১. রূপিম অর্জন স্তর (morpheme acquisition)

৩.২.২.৩.২. সংবর্তন অর্জন স্তর transformation acquisition)

চতুর্থ অধ্যায়: অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব

৪.১. ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় মস্তিষ্কের গুরুত্ব

৪.২. ভাষা ও আবেগের উৎস হিসেবে মস্তিষ্কের প্রাধান্য লাভের ইতিহাস

৪.৩. দেহসংস্থানের ভিত্তিতে অ্যাফেসিয়ার প্রকারভেদ

৪.৪. বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোয় মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষণ ও ভাষা অর্জন সংক্রান্ত গবেষণায় তার গুরুত্ব

পঞ্চম অধ্যায়: ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা

৫.১. ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর

৫.২. হেনরি সুইট

৫.৩. প্রাহাবৃত্তের ভাষাবিজ্ঞানী

৫.৩.১. ভিলেম ম্যাথিসিউস

৫.৩.২. রেনে ওয়েলেক

৫.৩.৩. জ্যাঁ মুকারোভস্কি

৫.৩.৪. নিকোলাই সের্গেইভিচ ক্রুবেৎস্কয়

৫.৩.৫. রোমান জেকবসন

৫.৩.৬. আজকের প্রাহা স্কুল

৫.৪. নোয়াম চমস্কি

ষষ্ঠ অধ্যায়: নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা

৬.১. প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গোড়ার কথা: মেয়েদের প্রাইমার বনাম ছেলেদের প্রাইমার

৬.২. প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন:

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)

বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)

শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)

বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)

হাসিখুশি (১৮৯৭)

সহজ পাঠ (১৯৩০)

কিশলয় (১৯৮১)

আমার বই (২০১৩)

সিদ্ধান্ত

শব্দসংক্ষেপ ও মুণ্ডমাল পরিভাষার সারণি

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা:

শিশুর ভাষাশিক্ষা একটি আশ্চর্যতম ও রহস্যময় প্রক্রিয়া— সারা পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে চলছে গবেষণা ও খোঁজ। কিন্তু শতকরা একশো শতাংশ নির্ভুল কোনো মডেল আজ, এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে প্রস্তাবিত হয়নি। বিষয়টির মূল দুরূহতার জায়গা হল, প্রাপ্তবয়স্কের ভাষাশিক্ষার যুক্তিক্রম দিয়ে শিশুর ভাষাশিক্ষাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, একজন ভাষাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক যখন কোনো দ্বিতীয় ভাষা (ল্যাংগুয়েজ টু, L2) শেখেন, তখন তাঁর সেই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি হল দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন। কিন্তু প্রথম ভাষার অর্জনপদ্ধতি বা ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশনের সঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তির পদ্ধতির বেশ কয়েকটি মূলগত তফাত রয়েছে।

এর প্রধান কারণ হল, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ইতিমধ্যেই ভাষার সাইন সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ফলে সিগনিফায়েডটি তাঁর কাছে পরিচিত, অপরিচিত হল সিগনিফায়ার। যেমন ধরা যাক, 'জল। বাংলায় 'জল', হিন্দিতে 'পানি', ইংরেজিতে 'ওয়াটার', ফরাসিতে 'অ। শুধু বাংলা জানেন, এমন কোনো ভাষীর কাছে 'জল' বিষয়টি পরিচিত, বা বলা যায়, এই সিগনিফায়েডটিকে তিনি চেনেন। কিন্তু উল্লিখিত বাকি তিনটি সিগনিফায়ার তাঁর কাছে অপরিচিত। ফলে হিন্দি, ইংরেজি, বা ফরাসি— তাঁর দ্বিতীয় ভাষা যাই-ই হোক না কেন, প্রথম ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে (যেমন, বাংলায় যাকে 'জল' বলে ফরাসিতে তাকে বলে 'অ', এইভাবে) তাঁকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো যেতে পারে। কিন্তু শিশু যেহেতু কোনোরূপ সাইন সিস্টেমের সঙ্গেই পরিচিত নয়, তাই তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সুবিধা কোনোভাবেই পাওয়া যেতে পারে না। তার ভাষাশিক্ষা অন্য ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে হতে পারে না, কারণ সে কোনো সিগনিফায়ারের (এক্ষেত্রে যেমন জল) সঙ্গেই পরিচিত নয়।

মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, সাত বছর বয়সের পর কোনো ভাষাহীন শিশুর পক্ষে আর নতুন করে ভাষা শেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা শিখতে শুরু করলেও তার ভাষাব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না। তাই আমরা আমাদের আলোচনা শিশুর সাত বছর বয়সের কালসীমায় সীমাবদ্ধ রাখব। এ ছাড়া, আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাংলা প্রাইমারগুলিকে শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার কথা মাথায় রেখে যাচিয়ে দেখা। যাকে বলা যেতে পারে, মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে বাংলা প্রাইমারগুলির মূল্যায়ন করা।

পূর্ববর্তী আলোচনা এবং তাদের সীমাবদ্ধতা

জন্ম থেকে মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশু কীভাবে মূলত মাতৃভাষা এবং এক বা একাধিক ভাষা মুখে মুখে শিখে নিতে পারে, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই দুরূহ কাজটি শিশু সম্পন্ন করে মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে। আধুনিক জটিল ও বিশদ গবেষণা থেকে ক্রমশ যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, একজন সক্রিয় ভাষাশিক্ষার্থী হিসেবে একটি শিশু যা কিছু শোনে, তারই মধ্যে প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ ও বিভাজন করতে করতে সে কিন্তু শেষপর্যন্ত একেবারে নিজস্ব একটি পদ্ধতিগত পথেই এগোয়। পরিষ্কার করে বললে, বলা চলে, শিশুর ভাষা নিয়ে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার একটি নিজস্ব অনুমাননির্ভর পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে তুলনা করা যায় পিকচার পাজল খেলার পদ্ধতির সঙ্গে। একটি গোটা ছবিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার পর সেগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে তারপর সাজাতে দিলে যা হয়, শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিটাও অনেকটা তেমনই। প্রথমে যেমন সম্ভাব্য বিভিন্ন বিন্যাসে ছবির টুকরোগুলোকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে সাজাতে সাজাতে শেষপর্যন্ত ঠিকঠাক টুকরোগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে গোটা ছবিটি পাওয়া যায়, শিশুর ভাষা শেখার ধরনটিও তেমনই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতেই হয়। সেও নিতান্তই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে ভাষিক উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজায়, না মিললে আবার অন্যরকমভাবে সাজায়। এইভাবে একের পর এক বিন্যাস না মিললে নতুন নতুন বিন্যাস দিয়ে চেষ্টা করতে করতেই শিশু একসময় ভাষিক বিন্যাসের ঠিক রূপটি পেয়ে যায়। আর একবার ঠিক বিন্যাসটি পেয়ে গেলে সেই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করাটা তার কাছে আর আগের মতো কঠিন থাকে না।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীতে বা একটি নির্দিষ্ট ভাষা পরিবেশে সব শিশুই একইরকমভাবে নিজস্ব ভাষা শেখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই শিখনপ্রক্রিয়ায় যে ঠিক কয়টি পদ্ধতি কাজ করে, তা নির্দিষ্ট করে এখনও পর্যন্ত বলা সম্ভব হয়নি। এটুকু মাত্র দেখা গেছে যে পদ্ধতিগুলি কিন্তু শিশুবিশেষে আলাদা নয়।

অর্থাৎ, একাধিক শিশুর বিচারেই হোক, বা শিশুর শেখা একাধিক ভাষার বিচারে, সবক্ষেত্রেই এই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি পরস্পর সদৃশ। এই পর্যায়ে শিশুর মস্তিষ্ক প্রায় এনসাইক্লোপিডিক কায়দায় তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আশ্চর্যের বিষয়, যে সময়কাল জুড়ে শিশু শিখে ফেলছে ধ্বনির উচ্চারণ, কয়েক হাজার শব্দ মনে রাখছে এমনভাবে, যাতে সে সেগুলিকে প্রয়োগ করে উঠতে পারে, অর্থাৎ, উপাদান ও উপাদান প্রয়োগের নিয়ম সে যে বিস্ময়কর স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়ে শিখে ফেলছে, সেই সময়কালের কোনো স্মৃতিই কিন্তু পরবর্তীকালে শিশুর থাকে না। নোয়াম চমস্কির মতে, বহু শিশুর ক্ষেত্রেই হয়তো এটাই তাদের সারাজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপার্জন।

কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রথম ভাষার জায়গায় রেখে, এই জটিল প্রক্রিয়াটি কীভাবে একটি বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে সম্ভব হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি চলাকালীন শিশুর মৌখিক প্রকাশের মধ্যে বাংলা ভাষার যে ক্রমজায়মান রূপ নির্দিষ্ট যুক্তিপরম্পরা মেনে বিন্যস্ত ও বিকশিত হয়, তা এখনও আমাদের কাছে কোনো গবেষণা বা মৌলিক চর্চার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিশেষত, বাংলা প্রাইমার নিয়ে এযাবৎকালে বহুবিধ আলোচনা হলেও, বাংলা প্রাইমারগুলি সত্যিই একটি শিশুর প্রথম ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সংগতি রাখতে পারে কি না, মনোভাষাবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে এভাবে বাংলা প্রাইমারগুলিকে বিচার করে দেখাও একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে যে বিপুল

অদলবদল বারবার হয়েছে, এই পরিমার্জনার কারণটি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন সময়ে ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেলকে সামনে রেখে সাজিয়েছেন রকমারি প্রাইমার। পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিছু প্রাইমার বাতিল হয়েছে, কিছু প্রাইমার পরিমার্জিত হয়েছে, আবার কিছু প্রাইমার তৈরি হয়েছে নতুন ধাঁচে, নতুন নিরীক্ষাকে মাথায় রেখে। ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেল ও তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাওয়া এই প্রাইমারগুলি আদৌ যথাযথ সংগতি বিধান করতে পারল বা পারছে কি না, সেটিও এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণা প্রশ্নগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে পেশ করলে, সেগুলি দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

- শিশুর ছয় সপ্তাহ থেকে ছয় মাস বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ, কু-ধ্বনি থেকে কলধ্বনি পর্যায়ে কী কী ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, কলধ্বনি পর্যায় থেকে প্রথম শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকছে কি না, প্রথম শব্দ-দ্বিতীয় শব্দ-তৃতীয় শব্দ— এভাবে ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিচ্ছে— অর্থাৎ জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার পথে ধ্বনি আত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্বনিগত পথরেখাটি কীরকম?

- শব্দার্থ আয়ত্ত করার ধরনটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে চেয়েছি যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিশু কয়টি এবং কোন্ ধরনের শব্দ আয়ত্ত করে। অর্থাৎ, এক বছর বয়সে তার লেক্সিকন সাইজ কীরকম, দেড় বছরে কীরকম, এভাবে তার শব্দ আত্তীকরণের হদিশ পাওয়া যেতে পারে কিনা, তা আমাদের অন্বিষ্ট। ১৮ মাসের পর প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একটি করে শব্দ সে আয়ত্ত করে। তখন প্রতি সপ্তাহেই আমরা দেখেছি শিশুর সামগ্রিক শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ।

- প্রথমে এক শব্দের বাক্য, তারপর দু শব্দ থেকে শুরু করে সরল বাক্য, ক্রমে জটিল বাক্য নির্মাণের স্তরগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, দেখেছি বাক্যের মধ্যে 'স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্স' কখন থেকে কীভাবে দেখা দেয় এবং বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের নানা সূত্র কীভাবে এসে যায় তাদের ভাষা দক্ষতার মধ্যে।

- এসবের পাশাপাশি আমরা দেখেছি বাহ্যিক স্টিমুলির সঙ্গে ভাষা শেখার প্যাটার্নের পরিবর্তনের রূপরেখাটিও। সংশ্লিষ্ট পরিবারের ধরন ভাষা শেখার উপরে প্রভাব বিস্তার করে কি না, শিশুর ভাষার মধ্যে কোনো অসংগতি ধরিয়ে দিলেও সেটা তারা শুধরে নেয় কি না, কিংবা বড়োরা যখন ছোটোদের-মতো-কথা (চাইল্ড ডিরেক্ট স্পিচ) বলা শুরু করেন, তখন আদপেই তা কোনো সাহায্য করে কি না, তা দেখে বিশ্লেষণ করাও এই গবেষণাকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর সঙ্গে আছে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সূচনা যদি তা একেবারে প্রাথমিক স্তরেই ঘটে।

- শিশুর ভাষা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত লক্ষণীয় হল, শিশুর মুখে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার বিশেষ রূপটি।

অর্থাৎ, ভাষাশিক্ষার কোন্ কোন্ পর্যায়ে বাংলা ভাষার কোন্ কোন্ বিশেষ রূপ ও শব্দাবলি শিশুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তা আমরা দেখেছি।

- শিশুর ভাষাশিক্ষার আদলকে মাথায় রেখে বাংলা প্রাইমার ও প্রারম্ভিক ব্যাকরণ বইগুলিকে মূল্যায়ন করে আমরা দেখেছি যে, সত্যিই সেগুলি শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার সহায়ক, নাকি তার নিজস্ব ভাষা অর্জনের পদ্ধতির থেকে পাঠ্য বইগুলিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা ও আরোপিত?

গবেষণা-পদ্ধতি

এইরকম নানা প্রশ্ন আছে মাতৃভাষাশিক্ষার বিষয়টিকে ঘিরে এবং এই বিষয়টি, এ পর্যন্ত দেখা হবে শিশুর উচ্চারণের ওপরে ভিত্তি করে। সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সেই সব শব্দাবলির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের একটি বিন্যাস আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের কার্যপদ্ধতি হল, বিভিন্ন বয়স এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান থেকে উঠে আসা শিশুদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো এবং তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনা সদ্যোজাত থেকে ছয় বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে যা পাওয়া গেছে, তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা শেখার ধরনটিকে তুলে ধরাই গবেষণার এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

অধ্যায় সারসংক্ষেপ:

১. প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

ভাষা অর্জন, ভাষা শিখন ও ভাষা শিক্ষণ— এই তিনটি মানদণ্ডের বিচারে, এই অধ্যায়ে তিনটি তত্ত্বের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে।

- ব্যবহারবাদ (Behaviourist Theory)
- জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Rationalist Theory or Cognitive Theory)
- সহজাতবাদ (Mentalist Theory or Innatism)

প্রথমেই ব্যবহারবাদীএবং জ্ঞানবাদীদের সঙ্গে নোয়াম চমস্কির বক্তব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চমস্কির মতে, মানবশিশু জন্মগতভাবেই ভাষা অর্জনের ক্ষমতা লাভ করে, অর্থাৎ, সে ভাষাশিক্ষার জন্য 'প্রি-প্রোগ্রামড' বা 'জেনেটিকালি প্রোগ্রামড'। যাকে তিনি নাম দিচ্ছেন, 'ইনেট হিউম্যান ফ্যাকাল্টি অফ ল্যাংগুয়েজ'। তাঁর প্রাথমিক (১৯৬৫) মত ছিল, শিশুর মস্তিষ্কেই রয়েছে 'ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস' (LAD)। অর্থাৎ, পূর্ব থেকেই সে মানবভাষার কয়েকটি সার্বিক সাধারণ লক্ষণ (লিঙ্গুইস্টিক ইউনিভার্সালস) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সুতরাং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তার পূর্বপ্রোথিত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একটি সার্বভাষিক ব্যাকরণ (ইউনিভার্সাল গ্রামার)। পরে সে যখন যে বিশেষ ভাষা শেখে, তখন সেই ভাষার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম (ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিক রুলস), যা ভাষাবিশেষে পৃথক, এবং শব্দ, শব্দখণ্ড ইত্যাদি কিছু ভাষিক উপাদান শেখাই হয়ে ওঠে শিশুর ভাষাশিক্ষার মূল ভিত্তি। কিন্তু, স্কিনার, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের মতে, ভাষাশিক্ষা ও কথা বলা উভয়ই আসলে স্টিমুলাস-রেসপন্সের ফল। অর্থাৎ, শিশুর ভাষাশিক্ষা হয় আসলে সে যা শোনে, তারই অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

কিন্তু চমস্কি তাঁর তত্ত্বে এই অনুকরণবাদকে সর্বতোভাবে খারিজ করলেন। তাঁর যুক্তি, নকলনবিশিই যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জন্মাবধি কখনও না শোনা লক্ষাধিক বাক্যাবলির অর্থ উদ্ধার কোনোদিনই কোনো মানুষের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হত না, এমনকি, সে নিজে নিজে নতুনতর বাক্যপ্রয়োগেও সক্ষম হতে পারত না।

২. ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

মানুষের বাক্‌ব্যবহার এবং ভাষাগত অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মানুষের মস্তিষ্কের গঠন, কার্যপ্রণালী ও স্নায়বিক সক্রিয়তা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ, ভাষা আর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, এ দুইই নির্ভর করে নির্দিষ্ট কিছু স্নায়বিক কার্যকলাপের উপর। ফলে, একজন ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ার নিরীক্ষকই হোন, কিংবা একজন স্পিচ-ল্যাংগুয়েজ প্যাথোলজিস্টই হোন, তিনি যদি মানুষের ভাষিক সংযোগ

সংক্রান্ত কৌশল বুঝতে চান, তাহলে ভাষিক সংযোগ পদ্ধতির যে মানুষী প্রয়োগ (human communication) তা মানুষের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু সংস্থানের মাধ্যমে কীভাবে নির্মিত হয়, তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ জরুরি। সেইমতো, এই অধ্যায়ে স্নায়ুতন্ত্র, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, সেরিব্রাম, ব্রেনস্টেম ও ডায়ানসেফালনের ভাষাসক্রিয় অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে সেরিব্রামের ভিন্নতর কোশীয় গঠনসম্পন্ন এলাকাগুলি কাজের দিক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের গঠন এবং কাজ সম্পর্কিত এই ধারণা পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা শিম্পাঞ্জি ও বানরের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করেছেন, সার্জারির সময় মানবমস্তিষ্ককেও খুঁটিয়ে দেখেছেন। দেখা গেছে, সেরিব্রাল কর্টেক্সের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে মস্তিষ্কের কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্কে তড়িৎ-উদ্দীপনা প্রেরণ করে, কিংবা কর্টেক্সের ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলি কেটে বাদ দিয়ে (এই পদ্ধতিকে অ্যাবলেশন বলে) তারপর স্নায়ুসক্রিয়তা পরীক্ষা করে বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মস্তিষ্কের এই সক্রিয়তা অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে (ম্যাপিং) বিবিধ পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।

৩. প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

ভাষা শেখার সময়, মানবশিশু কথা বলতে পারার আগেই কথা বুঝতে পারে। খুব ব্যতিক্রমী কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের কথা বাদ দিলে, শিশু যতক্ষণ না তার চারপাশের বড়োদের বলা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যের অর্থ বুঝতে শেখে, ততক্ষণ সে অর্থপূর্ণভাবে শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করতে পারে না। বাচ্চাদের প্রথমদিকের আধো বুলির মধ্যে তাই বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ উঠে এলেও, তারা যে আসলে গোটা একটি ভাবকেই প্রকাশ করতে চাইছে, তা বোঝা যায়। যেমন—'খাওয়া না', 'খেলা দাও', 'ধরব' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ আসলে 'আমি এখন খাব না', 'এখন আমায় খেলনাটা দাও' কিংবা 'আমি পাখিটা ধরতে চাই' ইত্যাদি বাক্যের পরিপূরক হিসেবেই সে ব্যবহার করতে থাকে। অর্থাৎ, বড়োদের কথা বলার ধরন থেকে সে ততক্ষণে আস্ত এক-একটি ভাবকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, সেই ধারণা পেয়েছে, তবেই সে অসম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সেই ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যে ভাষা শিশুটি শিখবে, সেই ভাষা পরিবেশের সংস্পর্শে আসাটা তার শেখার প্রথম শর্ত। আর সেইসঙ্গে, অতি অবশ্যই, ভাষা পরিবেশ থেকে সে যেসব বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে শুনছে, সেগুলি তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়াটাও জরুরি। কোনো বস্তু বা বিষয় তার দেখাশোনার জগতে যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত কথা তার সামনে যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, শিশুটি কখনওই সেই বস্তু বা বিষয়কে সার্থকভাবে নিজের বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ সেই সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। যেমন, একটি বাচ্চার সামনে 'গাড়ি' শব্দটি যতবারই উচ্চারণ করা হোক না কেন, যতক্ষণ না কোনো একটি খেলনা গাড়ির মাধ্যমে হোক, কিংবা তার চারপাশের বড়োদের অঙ্গভঙ্গি, অথবা একেবারে সত্যি গাড়ি দেখিয়ে তার সামনে 'গাড়ি' শব্দটি উচ্চারণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু সে 'গাড়ি' শব্দটি শুনেও, শব্দটির

প্রয়োগ ঘটাতে পারবে না। আসলে যে-কোনো শব্দের যে ধ্বনিগত রূপ, তা যতক্ষণ না তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ বহন করে আনতে না পারছে, ততক্ষণ সেই ধ্বনিগত রূপ তার কাছে এতটাই বিমূর্ত যে, শিশু সেই ধ্বনিগুচ্ছের অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ করতেও অক্ষম হয়। অর্থাৎ, শব্দের অর্থ তার কাছে অনুষঙ্গবাহী হতে হবে।

একথা ঠিক যে, পরিস্থিতি বুঝে যথাস্থানে যথার্থ ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারাটা শিশুর ভাষাজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো প্রমাণ। কিন্তু, মজার কথা হল, এর উলটোটা সত্যি নয়। অর্থাৎ, শিশুটি যদি কথা বলে উঠতে না পারে, তার মানেই ধরে নেওয়া যায় না যে, শিশুটির ভাষাজ্ঞান হয়নি। কথা বলার ক্ষেত্রে শারীরিক কোনো সমস্যা জন্মাবধি থাকলে, বা বাক্‌বিকারের শিকার হলে বহুক্ষেত্রেই শিশুর কথা বলার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শ্রবণশক্তি অব্যাহত থাকলে সেই শিশু তার চারপাশের সব ভাষিক প্রকাশভঙ্গিকেই একটু একটু করে চিনে নিতে পারে, বুঝতে পারে, অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সাড়াও দেয়। তবে, সেই বাগ্‌ভঙ্গি শুনে শিখে নিলেও তা নিজে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। সেরিব্রাল পলসি বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বাক্‌প্রয়াসে এই ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নিজে কথা বলতে পারা বা বাক্‌প্রয়াস ছাড়াও ভাষাশিক্ষা সম্ভব, কিন্তু কথা বুঝতে না পারলে, ভাষাশিক্ষা সম্ভব নয়। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বোঝার মাধ্যমে যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার অবকাশ তৈরি হয়, তাহলে সেইসব শিশু খুব অল্প ক্ষেত্রেই ক্বচিৎ কদাচিৎ বাক্‌প্রয়াসে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও, কথা বলার অনেক আগেই যে শিশুর ভাষাজ্ঞান তৈরি হতে থাকে, তার কার্যকর প্রমাণও পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা লক্ষ করেছেন যে, শিশুরা নিজে যে বাক্যগুচ্ছ, ধ্বনিগুচ্ছ বা শব্দগুচ্ছ বলছে, তার চেয়ে অনেক জটিল বাক্যের উত্তরে তারা সাড়া দিতে পারছে। এমনকি, শুধু অভিভাবকদের স্মৃতিনির্ভর মতামতের ওপরে ভিত্তি না করে, শিশুদের কথা বলা এবং কথা বোঝার পরস্পর তুলনা প্রতিষ্ঠার নিরিখে হওয়া গবেষণালব্ধ ফলাফলভিত্তিক প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। এই গবেষণাগুলির পর্যবেক্ষণজাত সিদ্ধান্ত এই মতকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, কথা বলার স্তরের তুলনায় কথা বোঝার স্তর আগে আসে।

এই প্রেক্ষাপট বিশদে আলোচনা করার পর, এই অধ্যায়ে দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তার নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়েছে, শিশুর ভাষা অর্জনের অনুমাননির্ভর দিকটি রেকর্ড করা এবং কজ-এফেক্ট লার্নিং চিহ্নিত করা হয়েছে, ভাষা অর্জন পদ্ধতির সঙ্গে পিকচার পাজল মেথডের সংগতি থাকার বিষয়টি মিলিয়ে দেখা হয়েছে, ভাষা অর্জনের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিটি চিহ্নিত করার সম্ভাব্য কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট এক-একটি ভাষাপরিবেশে শিখনপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন সামাজিক ফ্যাক্টরগুলির প্রভাব যাচিয়ে দেখা হয়েছে, ভাষা অর্জনের পদ্ধতিটি শিশুবিশেষে, পারিবারিক কাঠামো বিশেষে বা জন্মগত কোনো নির্ধারক বিশেষে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না চিহ্নিত করা হয়েছে, ধ্বনি থেকে শব্দ, শব্দ থেকে শব্দগুচ্ছে, শব্দগুচ্ছ থেকে বাক্যে কীভাবে ভাষিক এক্সপ্রেশন ক্রমোন্নতি লাভ করছে তার সময়রৈখিক গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে, প্রশ্নবাক্য নির্মাণের বিশেষত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে, নিষেধবাক্য নির্মাণের

ক্ষেত্রে নিষেধাত্মক এক্সপ্রেশনের অবস্থান বাক্যের কোথায় হচ্ছে চিহ্নিত করে বাক্যগঠনে তার প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে, ভাষাশিক্ষার এনসাইক্লোপিডিক স্তরে কীভাবে তথ্য আত্তীকৃত হচ্ছে তার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব

স্বাভাবিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিশেষ অঞ্চলগুলিই মূলত সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে কাজ করে। তবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, কোনো রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মস্তিষ্কের ভাষা অঞ্চলের কোনো সমস্যা দেখা দিলে ভাষা অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়। সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলির আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধের সব অংশই যে একইরকম এবং সমানভাবে ভাষার ক্ষেত্রে কাজ করে, এমনটা একেবারেই ঠিক নয়। এই গোলার্ধের কোথাও কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষাব্যবহারের সব ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যায় না। বরং কোন্ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার ওপরে নির্ভর করে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিকৃতি দেখা দেয়।

আসলে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে— একটি হল মস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে এবং অন্যটি হল ভাষা বিকৃতি (language disorder) নিয়ে। প্রথম অংশটি নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই মস্তিষ্ক আর ভাষার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে এই ভাষাবিকৃতি। সাধারণভাবে মস্তিষ্কের বিশেষ কোনো অঞ্চলে আঘাতজনিত কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হলে ভাষার বিকৃতি ঘটে। একে বলে বাক্‌বিকৃতি (aphasia)। যেহেতু মস্তিষ্কের কোনো অঞ্চল ভাষার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, তা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন, তাই মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষার ক্ষেত্রে তার কী প্রভাব পড়ল, সে দিকে লক্ষ রাখলে মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অঞ্চলের ভূমিকা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানে ভাষাবিকৃতির অসামান্য ভূমিকা আছে এবং সেই কারণেই ভাষাবিকৃতিকে একটি আলাদা ক্ষেত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাফেসিওলজি (aphasiology)। ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় অসুখ, যাকে এককথায় বাক্‌বিকৃতি বা অ্যাফেসিয়া বলা হয়, সেগুলির আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাফেসিয়া আক্রান্ত শিশুর বাক্‌ব্যবহার ও ভাষা অর্জনের পদ্ধতিটিও এখানে আলোচিত হয়েছে।

৫. ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা

ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বের যে গোড়ার প্রসঙ্গগুলি আলোচনার প্রয়োজন পড়ে, তার সূত্রে বেশ কয়েকজন ভাষাচিন্তক ও ভাষাবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর আগের

অধ্যায়গুলিতে আমরা যে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে পূর্বসূত্র হিসেবে হাজির করেছি, এই অধ্যায়ে সেই সূত্রগুলির উৎস, সূত্রগুলির প্রণেতা এবং সূত্রগুলি তাঁদের গবেষণায় কোন্ তাৎপর্যে নিহিত তা বোঝার চেষ্টা করেছি।

ভাষা এমনই একটি জটিল মাধ্যম যে, ভাষা অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে বসলে শুধু মানবশিশুর ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি নিয়ে কথা বললেই চলে না, বরং ভাষার মতো একটি চিহ্ন ও সংকেতবিশিষ্ট কোডিং সিস্টেম কীভাবে নিয়মের বিন্যাসে আবদ্ধ হয় এবং সেই নিয়মগুলি ক্রমশ ভাষীদের দ্বারা আয়ত্ত হয়, সেই বিষয়টির আলোচনাও একইসঙ্গে প্রয়োজন। সেই নিরিখে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, হেনরি সুইট, প্রাহা বৃত্তের ভাষাবিজ্ঞানীদের কথা এবং অবশ্যই নোয়াম চমস্কির কথা— ভাষা অর্জনের কাঠামো ব্যাখ্যায় এঁদের বলা ভাষিক সূত্র কিংবা তত্ত্বগুলি কীভাবে কার্যকর হয়ে উঠল, সেই আলোচনাও রয়েছে এখানে।

৬. নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা

এই পর্যায়ে আমি কাজ করেছি বিদ্যালয় স্তরে ব্যবহৃত প্রাইমারগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সেই সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ নিয়ে। বাংলায় উনিশ শতক থেকেই প্রাইমার রচনার ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু সেই প্রাইমারের বিষয় এবং বিন্যাসে গোড়া থেকেই প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৮১৬ সালেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা প্রাইমার—*লিপিধারা*। আর বাঙালি কর্তৃক লেখা বাংলা প্রাইমারের হিসেব ধরলে আর-একটু এগিয়ে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয় ১৮৩৫ সালে। সে-বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু লেখেন *শব্দসার*। দেশীয় লেখকের লেখা বর্ণশিক্ষার এই প্রথম বইটিকে ধরেও বলা যায়, বিপুল ও প্রভূত পরিমাণ প্রাইমার রচনার রমরমা কিন্তু শুরু হয় ১৮৪০ পরবর্তী কালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা প্রাইমারের সংখ্যা তার আয়তন ও বৈচিত্র্যে বিশাল আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু, আমরা আমাদের সুবিধার্থে, এইগুলির মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাইমারকে। এর তালিকা নিম্নরূপ :

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)

বর্ণমালা – তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৪৪)

বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)

শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)

বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)

হাসিখুশি (১৮৯৭)

শিশুবোধক (১৮৯৮)

সহজ পাঠ (১৯৩০)

কিশলয় (১৯৮১)

আমার বই (২০১৩)

এই প্রাইমারগুলিতে বর্ণবিন্যাসের ধরন ও ক্রম কীভাবে এগোচ্ছে, তা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। মেয়েদের জন্য লেখা প্রাইমারের ওপরে আলাদা করে জোর দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এইক্ষেত্রে প্রাইমারে বিশেষ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। প্রাইমারের যে রিডার অংশ, সেই অংশে বিভিন্ন টেক্সট নির্বাচনের উদ্দেশ্যগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং সেই অনুসারে টেক্সটগুলিকে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা করে লেখা প্রাইমারের ক্ষেত্রে রিডারের ধরন কীভাবে বদলাচ্ছে, তা আলাদা করে দেখিয়ে তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাইমার ছাড়াও, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি ও বাংলা বর্ণবিন্যাস নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিকে আলাদা করে মূল প্রাইমারগুলির পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয়েছে, দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে উভয়ের মধ্যে কী কী যোগসূত্র বা সামঞ্জস্যের সূত্র রয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত

গবেষণাকর্মটির একটি সামগ্রিক রূপরেখা ও তার প্রাপ্ত ফলাফলের একটি কাঠামো এখানে তুলে ধরা হইয়েছে। বাংলাভাষী শিশুর ভাষা অর্জনের যে প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা এবং তার সাপেক্ষে, প্রচলিত প্রাইমারগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা আমার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল, সেই বিষয়ে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা বরং অত্যন্ত সরলরৈখিক হয়ে দাঁড়াবে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং বলা চলে, এই গবেষণা ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত একটি তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ডকুনেন্টেশন বা নথিবদ্ধকরণ। বাংলা ভাষার মনোভাষাবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রটি কীভাবে চালিত হয়, তার কার্যপ্রণালীগত পরম্পরা ও বিন্যাসটি কেমন, সেই সন্ধানই রইল এই গবেষণার পাতায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

আমার বই (দ্বিতীয় শ্রেণি). দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর. পশ্চিমবঙ্গ সরকার. ডিসেম্বর ২০১৪

আমার বই (প্রথম শ্রেণি). প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর. পশ্চিমবঙ্গ সরকার. ডিসেম্বর ২০১২

আশিস খাস্তগীর. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ.* প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. *বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ.* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি. কলকাতা. ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড. ১১ জুন ২০১৯

কিশলয় (দ্বিতীয় শ্রেণি). নবপর্যায় পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১

কিশলয় (দ্বিতীয় শ্রেণি). নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. মার্চ ২০০১

কিশলয় (প্রথম শ্রেণি). নবপর্যায় সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩

কিশলয় (প্রথম শ্রেণি). সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. ডিসেম্বর ২০০৯

মদনমোহন তর্কালঙ্কার. *শিশুশিক্ষা.* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. মাঘ ১৪২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *সহজ পাঠ প্রথম ভাগ.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. বৈশাখ ১৪২৪

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Akmajian, Adrian & Deners, Richard A & Farmer, Ann K & Harnish Robert M. *Linguistics An Introduction to Language and Communication.* Cambridge. The MIT Press. Fifth Edition. 2001

Arbib, M & Conklin, E & Hill, J. *From Schema Theory to Language.* First Edition. New York. Oxford University Press. 1987

Bloom, L.M. 'Imitations in Language Development: If, When, and Why'. *Cognitive Psychology.* New York. Cambridge University Press. 1974.

Brooks, Nelson. *Language and Language Learning.* New York. Harcourt. 1960

Clark, Herbert and Eve Clark. *Language and Psychology: An Introduction to Psycholinguistics*. New York. Harcourt. 1977

Cooter, Robert B. & Reutzel, D. Ray. *Teaching Children to Read: The Teacher Makes the Difference*. Eighth Edition. New York. Pearson. 2019

Cowan, W M & Sudhof, T C & Stevens, C F & Davies, K (Ed.). *Synapses*. Baltimore. John Hopkins University Press. 2002

Cruttenden, Alan. *Language in Infancy & Childhood*. First Edition. Manchester. Manchester University University Press. 1979

de Villiers, J G. & de Villiers P A. *Language Acquisition*. Cambridge. Harvard University Press. Blackwell Publishing. 1978

Descartes, Rene´. Translated by Veitch, John. *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences*. First Edition, Chicago. The Open Court Publishing Company. 1903

Fried, Vilem. *Prague School of Linguistics and Language Teaching*. United Kingdom. Oxford University Press. 1972

Goodman, J C & Nusbaum, H C (Ed.). *The development of Speech Perception: Transitions from Speech Sounds to spoken words.* Cambridge. MIT Press. 1994

Gottieb, G. *Individual Development and evolution: The genesis of Novel Behaviour*. United Kingdom. Oxford university Press. 1992

Greenfield, P M. & Smith, J H. *The Structure of Communication in early Language & Development*. New York. Academic Press. 1976

Hawkes, Terence. *Structuralism & Semiotics*. California. University of California Press. January 1977

Henderson, Eugénie J A (ed.). *The indispensable foundation: a selection from the writings of Henry Sweet*. United Kingdom. Oxford University Press. 1971

Hubbard, Peter & Jones, Hywel & Wheeler, Rod & Thornton, Barbara. *A Training Course for Tefl*. First Edition. New York. Oxford University Press. 1983

Jakobson, Roman. *My Futurist Years* New York. Marsilio Publishers. 1997

Jones & Hubbard & Wheeler. *A Training Course for TEFL*. UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1983

Lenneberg, Eric H. & Rebelsky, Freda G. & Nichols, Irene A. 'The Vocalizations of Infants Born to Deaf and to Hearing Process'. *Human Development*. Vol. 8. No. 1. 1965

Lenneberg, Eric H. *Biologial Foundation of Language*. First Corrected Printing. USA. John Wiley & Sons. 1967

Lieberman, Alicia F. & Horn, Patricia V. *Repairing the Effects of Stress and Trauma on early Attachment*. New York. Guilford Press. 2011

Lindberg, David C. *The Beginnings of Western Science.* United States. Chicago University Press. 1993

Malcom Macmillan. *An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage*. Unites States. MIT Press. 2000

Mix, Kelly S & Huttenlocher, Janellen & Levine, Susan Cohen. *Development in Infancy and Early Childhood.* New York. Oxford University Press. 2002

Nekula, M. *Prague Structuralism: Methodological Fundamentals*. Heidelberg. Winter Publications. 2003

O' Grady, W. *Principles of Grammar Learning.* Chicago. University of Chicago Press. 1987

Ott, Walter. *Locke's Philosophy of Language*. First Edition. United Kingdom. Cambridge University Press. 2004

Palermo, David S. *Psychology of Language*. USA. Pearson Scott Foresman and Co. 1978

Piaget, Jean & Inhelder, Barbel. *The Psychology of the Child.* First Print. New York. Basic Books. 1966

Putnam, Hilary. *Mind Language & Reality*: *Philosophical Papers Volume 2.* United Kingdom. Cambridge University Press. 1975

Rivers, M Wilga. *Teaching Foreign Language Skills.* Chicago. Chicago University Press. 1968

Rivers, Wilga M. *The Psychologist and the Foreign Language Teacher.* Eighth Edition Reprint. USA. University of Chicago Press. 1964

Robins, R H. *A Short History of Linguistics.* Fourth Edition. London & New York. Longman. 1997

Saussure, Ferdinand De. 'General Principles: Nature of the Linguistic Sign'. *Course in General Linguistics*, Ed. by Charles Bally & Albert Sechehaye, Tr. by Wade Baskin, New York, Philosophical Library. 2011

Steiner, Peter (ed.). *The Prague School: Selected Writings, 1929-1946.* USA. University of Texas Press. 1982

Stern, H H. *Fundamental Concepts of Language Teaching.* UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1983

Toman, Jindrich. *The Magic of a Common Language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle.* Cambridge. The MIT Press. 1995

Watkins, Alan. *Coherence: The Secret Science of Brilliant Leadership.* United Kingdom. KoganPage. 2014

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

আশিস খাস্তগীর. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ.* প্রথম সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৬

উমা দেবী. *বালিকা-জীবন.* দ্বিতীয় সংস্করণ. কলকাতা. শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস. ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

তপোধীর ভট্টাচার্য. *সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য.* আগরতলা. জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী. জানুয়ারি ২০০৫

মদনমোহন তর্কালঙ্কার. *শিশুশিক্ষা.* আশিস খাস্তগীর সম্পা. প্রথম আকাদেমি সংস্করণ. কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. জানুয়ারি ২০০৯

মাইকেল মধুসূদন দত্ত. *মধুসূদন রচনাবলী.* ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পা. কলকাতা. সাহিত্য সংসদ. নভেম্বর ১৯৫৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. *শিক্ষা.* শান্তিনিকেতন. বিশ্বভারতী. ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

রামেশ্বর শ. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা.* তৃতীয় অখণ্ড সংস্করণ. কলকাতা. পুস্তক বিপণি. ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

শিশিরকুমার দাশ. *ভাষা জিজ্ঞাসা.* তৃতীয় সংস্করণ. কলকাতা. প্যাপিরাস. ১লা বৈশাখ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি

প্রবন্ধ (বইয়ে প্রকাশিত)

Cowan, W M & Kandel, E R. 'A Brief History of Synapses and Synaptic Transmission'. In: Cowan, W M & Sudhof, T C & Stevens, C F & Davies, K (Ed.). *Synapses.* Baltimore. John Hopkins University Press. 2002

Durand, Jacques. & Prince, Typhanie. 'Phonological Markedness, acquisition and Language Pathology: What is Left of The Jakobsonioan Legacy?'. *Neuropsycholinguistic Perspectives on Language Cognition.* CRC Press. 2015

Kuhl, P K. Perception, 'Cognition and the Ontogenetic and Phylogenic Emergence of Human Speech'. In: S, Brauth & W, hall & R, dooling (Ed.). *Plasticity of Development.* Cambridge. Bradford Books. 1991

Lieberman, Alicia F. & Horn, Patricia V. 'Psychotherapy with Infants and Young Children'. *Repairing the Effects of Stress and Trauma on early Attachment.* New York. Guilford Press. 2008

Meichenbaum, Donald & Goodman, Sheryl. 'Clinical Use of Private Speech and Critical Questions About Its Study in Natural Settings'. *The Development of Self-Regulation Through Private Speech.* First Edition. New York. John Wiley & Sons. 1979

Newsome, M & Jusczyk, P W. 'Do Infants use Stress as a Cue?'. In: MacLaughlin, D & Mcewen, S (Ed.). *Proceedings of the 19th Annual boston University Conference on Language Development.* Vol. 2. Somerville. Cascadilla Press. 1995

Swanson, N & Swanson, L W. Preface. In: Cajal, S R Y (Ed.). *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates. Vol. 1.* UNITED KINGDOM. Oxford University Press. 1995

Yampol'skaya, Tonkova. 'Development of Speech Intonation in Infants During the First Two Years of Life'. *Studies on Language Development of Children.* Ferguson, C.A. & Slobin, D. I. (Eds.) 1973

প্রবন্ধ (পত্রিকায় প্রকাশিত)

Ambros, V. 'Prague Linguistic Circle in English: Semantic Shifts in Selected Texts and Their Consequences'. *Theatralia.* Czechia. Masaryk University Press. 2014

Bellugi, Ursula & Brown, Roger. 'The Acquisition of Language: Report of the Fourth Conference Sponsored by the Committee on Intellective Process Research of the Social

Benedict, H. 'Early Lexical Development: Comprehension & Production'. *Journal of Child language, 6.* Cambridge University Press. 1979

Bloom, L. 'Structure and Variation in Child Language'. *Monographs of the Society for Research in Child Development.* Vol. 40. No. 2. United States. Blackwell Publishing. 1973

Clark, H H. 'The Language as Fixed Effect Fallacy: A Critique of Language Statistics in Psychological Research'. *Jouranal of Verbal Learning & Verbal Behaviour.* Vol. 12. Academic Press. 1973

Cowie, Fiona. 'Innateness & Language'. *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy.* Fall 2017 Edition. USA. Stanford University Press

Gertrude, Moskowitz. 'Interaction Analysis: A New Modern Language for Supervisors'. *Foreign Language Annals.* Vol. 5. Issue 2. American Council on the Teaching of Foreign Languages. 1971

Lenneberg, Eric H. & Rebelsky, Freda G. & Nichols, Irene A. 'The Vocalizations of Infants Born to Deaf and to Hearing Process'. *Human Development.* Vol. 8. No. 1. 1965

Moskowitz, B A. 'The Acquisition of Language'. *Scientific American.* Vol. 239, No. 5. Scientific American: A Division of Nature America. 1978

Raichle, M E. 'Visualizing the Mind'. *Scientific American.* USA. Vol 270. Issue 4. 1994

Sachs, Jacqueline & Truswell, Lynn. 'Comprehension of Two-word Instructions by Children in the One-word Stage'. *Journal of Child Language.* United Kingdom. Cambridge University Press. 1978

'Science Research Council'. *Monographs of the Society for Research in Child Development.* 92, Vol 29, No. 1. Indiana. Child Development Publication. 1964

Stark, Rachel E. & Rose, Susan N. & McLagen Margaret. 'Features of Infant Sounds: The First Eight weeks of Life'. *Journal Of Child Language.* Vol. 2. Issue 2. United Kingdom. Cambridge University Press. 1975

Swanson, N & Swanson, L W. Preface. In: Cajal, S R Y (Ed.). *Histology of the Nervous System of Man and Vertebrates. Vol. 1.* United Kingdom. Oxford University Press. 1995

Velten, H V. 'The Growth of Phonemic and Lexical Patterns in Infant Language'. *Language.* Vol. 19, No. 4. Linguistic Society of America. 1943

অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম

Ernst Frideryk Konrad Koerner. ***Ferdinand De Saussure*** *origin and development of His Linguistic Theory in Western Studies of Language : A Critical Evaluation of The Evolution of Saussurean Principles and Their Relevance to Contemporary Linguistic Theories* (A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in General Linguistics in the Department of Modern Languages). December 1971. Simon Fraser University

সেমিনার প্রকাশনা

Newsome, M & Jusczyk, P W. 'Do Infants use Stress as a Cue?'. In: MacLaughlin, D & Mcewen, S (Ed.). *Proceedings of the 19th Annual boston University Conference on Language Development.* Vol. 2. Somerville. Cascadilla Press. 1995

বাংলা পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র, ১৮০২, ২য় ভাগ

পরিচারিকা, চৈত্র, ১২৮৬, ১১ সংখ্যা